ভোরের কাগজ

তারিখ ... 31 OCT 1998 ..
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৪ ...

গতকাল শুক্রবার শেরে বাংলানগর বাণিজ্যমেলা মাঠে জাতীয় শোক দিবস '৯৮ উপলক্ষে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল আয়োজিত ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা —পিআইডি

স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের বিরাট অংশই এখনো অজানা রয়ে গেছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল শেরেবাংলা নগরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা প্রাঙ্গণে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত 'প্রশ্ন-উত্তর' ও 'উপস্থিত বক্তৃতা' প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। জাতীয় শোক দিবস '৯৮ উপলক্ষে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বাসস, ইউএনবি।

সুসজ্জিত মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে স্কুলের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীসহ প্রায় ১ লাখ লোক অংশ নেয়। স্বাধীনতার পর দেশে এ ধরনের অনুষ্ঠান এটিই প্রথম।

বিশাল ছাত্রসমাবেশে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, 'আমরা জাতির অবিকৃত ও সঠিক ইতিহাস জানার প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দৃঢ় ও উন্নত চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে।' তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যার পর স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জাতির ইতিহাস বিকৃত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাতির প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, এই সত্যিকারের ইতহাস সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবশ্যই জানতে হবে। তিনি বলেন, আমরা পাঠ্য বইয়ের বিকৃত অধ্যায়গুলো সংশোধন করেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকারের গত ২ বছর ৪ মাসের শাসনামলে পরবর্তী প্রজন্ম জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানার সুযোগ পেয়েছে। তবে সেই ইতিহাসের বিরাট অংশ এখনো জানার বাকি রয়ে গেছে। তিনি নতুন প্রজন্মকে তাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা সম্পর্কে অবহিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্মের তাদের পূর্বপুরুষদের এবং তাদের নিজেদের সত্যিকার পরিচয় জানার অধিকার রয়েছে। সরকার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোনার বাংলা গড়ার জন্য আমাদের সোনার মানুষ প্রয়োজন, যা ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে সোনার ছেলেমেয়ে হিসেবে গড়ে তুলবে, যাতে তারা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পারে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু দেশের প্রতিটি নাগরিকের পর্যাপ্ত খাবার, আশ্রয় ও সব ধরনের মানবাধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সুখী, সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করাই হচ্ছে এখন আমাদের সংগ্রাম। মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অনুষ্ঠানে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিভিন্ন স্কুলের ১০ জন ছাত্রছাত্রী প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাদের বাগ্মিতা প্রদর্শন করে এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থিত বক্তৃতা দেয়। প্রধানমন্ত্রী তাদের চমৎকার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন এবং তাদের প্রশংসা করেন। মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আব্দুল আহাদও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।